



214386 - বপের্দা নারীর মসজিদে প্রবেশে

প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমি ও আমার দুই বান্ধবী ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনরে জন্য মসজিদে যতে চাই; কনিতু তারা দুজন পর্দা করে না। তাদের জন্য কনিজিদে অভ্যস্ত পোশাকরে সঙ্গে কবেল ওড়না পঁচেয়ি মসজিদে যাওয়া জায়যে হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

জবাব:

এক:

পরদাহীনতা ফতেনার সদর দরজা। পরদাহীনতা কবেল বপের্দা ময়েরে জন্য অনষ্টিকর নয়, তাক যারা দেখবে তাদের জন্যেও অনষ্টিরে কারণ। হতে পারে পরদাহীনতা ও সতৌন্দর্যপ্রদর্শনরে ফলে কোনে দূরাচারী লোক কথা বা কাজরে মাধ্যমে বপের্দা নারীকে আক্রমন করে বসবে। পরদাহীন নারী নজিকে যতই ভালো দাবি করনে না কনে তাকে কনেদ্র করে সমাজে গুনাহ ছড়ানো স্বাভাবিকি। কারণ, তনি নজি নজিকে নয়িন্ত্রণরে দাবি করলেও অন্যকে নয়িন্ত্রণরে দাবি করতে পারনে না। তাই পরদাহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারতি হয়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘দুই শ্রণীর লোক জাহান্নামী; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। এক শ্রণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লজে মত এক ধরনে লাঠি যা দিয়ে তারা মানুষকে পটিবে। অপর শ্রণী হল, কাপড় পরহিতি নারী; অথচ নগ্ন, তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নজিরো তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে উটরে কুঁজরে মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশে করবে না। এমনকি জান্নাতরে সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতরে সুঘ্রাণ অনেকে অনেকে দূর থেকে পাওয়া যাবে।’ [মুসলমি (২১২৮)]

দুই:

মুসলমি মাতরই অন্যরে হদোয়তে, তার সত্য গ্রহণ ও ততে তার অবচিলতায় আগ্রহী। সুতরাং এই বোনদের মসজিদে প্রবেশে হয়তো তাদের জন্য অনেকে উপকার ডেকে আনবে। যমেন- তারা সখোনে সালাত আদায় করবনে, উত্তম উপদশে ও ওয়াজ-নসহিত শুনবনে, যা থেকে তাদের অন্তর প্রভাবতি হবে। তমেনি মসজিদরে ঈমানী পরবিশে তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করবে এবং উদাসী মনকে জাগ্রত করবে। এ কারণে আপনি প্রাথমকিভাবে এ বোনদেরকে ওড়না পরে ও মাথা ঢেকে মসজিদে নিয়ে



যাতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। পর্যায়ক্রমে তাদেরকে প্রশস্ত ও ঢলিঢোলা পোশাক পরাধিনের উপদেশে দিয়ে যেতে হবে।

তনি:

আল্লাহ তায়ালা মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশে দিয়েছেন। মসজিদে পবিত্রতা ও সম্মানের পরিপন্থী সব কিছু থেকে হফেযতে রাখার আদেশে করেছেন। আল্লাহ বলেন: “(এ রকম আলো জ্বালানো হয়) সবে সব গৃহে (অর্থাৎ মসজিদে ও উপাসনালয়ে) যগুলোকে সম্মুন্নত রাখতে আর তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশে দিয়েছেন, ওগুলোতে তাঁর মাহাতন্য (তাসবহি) ঘোষণা করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় (বার বার)।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৬]

হাফযে ইবনে কাছরি (রহ) বলেন: ‘আল্লাহ তায়ালা মসজিদগুলোকে সম্মুন্নত করার নির্দেশে দিয়েছেন অর্থাৎ মসজিদগুলোকে অপবিত্রতা, অনর্থকতা ও এর মর্যাদাবিরোধী কথা ও কর্ম থেকে পবিত্র রাখার নির্দেশে দিয়েছেন।’[তাফসীরে ইবনে কাছরি: ৬/৬২]

বেপের্দা নারীদেরকে মসজিদে প্রবেশে ছাড় দিলে সটো রাস্তাঘাট ও বাজারেরে ফতেনা আল্লাহ তায়ালা ঘর মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবুও বেপের্দা মুসলিম নারী যখন তার ফতিনা কমিয়ে ফলেবে, তার গুনাহ কাফরেরে কুফরি থেকে তো বেশি কিস্তিকির নয়, অথচ প্রয়োজনবশত কাফরেরকে মসজিদে প্রবেশেরে অনুমতি দিয়ে হয়।

শাইখ বনি বায (রহমিহুল্লাহ) বলেন,

‘অমুসলিমেরে মসজিদে প্রবেশে কোনে অসুবিধা নহে যদি তা হয় কোনে শরয়ি বা বধৈ প্রয়োজনে। যমেন, ধর্মীয় উপদেশে শ্রবণ, পানি পান বা এ জাতীয় অন্য কোনে প্রয়োজন। কোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অমুসলিম কাফলোকে মসজিদে নববীতে এনছেন যাতে তারা মুসল্লদিরে দেখতে পারে এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন তলোওয়াত ও খুতবা শুনতে পারে। যাতে তনি তাদেরকে কাছে বসিয়ে আল্লাহর দিকে ডাকতে পারনে। যমেন ছুমা মা বনি আছাল হানাফীকে যখন বন্দিকরে আনা হয় তখন তনি তাকে মসজিদে বধৈ রেখেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে হদোয়াতে দনে এবং তনি ইসলাম গ্রহণ করনে। আল্লাহই তো তাওফিকিদাতা।’[বনি বাযেরে প্রবন্ধসমগ্র, ৮/৩৫৬]

অতএব, আপনার বান্ধবী যদি কল্যাণেরে প্রতি আগ্রহী হন এবং তাদের মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হয়নগ্নতা না ছড়িয়ে উপকৃত হওয়া, তারা তাদের মাথার চুল ঢাকা ও ঢলিঢোলা পোশাক পরাধিনের মাধ্যমে ফতিনাগুলো কমানোর চেষ্টা করনে তাহলে আশা করা যায় তারা মসজিদে অনুষ্ঠতি দরসগুলোতে অংশগ্রহণ করলে এটি তাদের জন্য কল্যাণেরে দরজা খুলে দবিবে। আল্লাহর শরীয়ত পরিপালনে তাদের পথ উন্মুক্ত হবে। অতএব আপনি তাদের এতে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহই ভালো জাননে।